দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৪৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সমীপে

পাঠ্যপুস্তকের ভুল সংশোধন প্রসঙ্গে

আমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ক্ষুদ্র শিক্ষক। আমার কিছু না থাকার মধ্যে আছে দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে শিক্ষকতা করার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই শিক্ষকতা জীবনে আমি বহুবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন-পরিমার্জন-সংশোধন-সংস্করণ দেখেছি। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়েছে, ২০০৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রণীত পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বইয়ের ভুল। আমরা আশা করেছিলাম ২০০৭ সালে প্রকাশিতব্য নতুন মুদ্রণে তা সংশোধিত হবে। কিন্তু ভুল ভুলই রয়ে গেলো। টানা ১৮ বছর ধরে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার গণিত বিষয়ের সাধারণ পরীক্ষক এবং গণিতপ্রেমী হিসেবে আমার পক্ষে এ অনেক কষ্টের। কষ্টের বলতে অঙ্ক করাতে গিয়ে প্রথমে অস্বস্তি, তারপর বিরক্তি এবং এক সময় মনই খারাপ হয়ে যায়। আজকের এ প্রযুক্তিবান্ধব যুগে কেন এরকম ভুল থাকে তা বোঝা মুশকিল। প্রযুক্তি তো আর অলস নয় এবং বিরক্তি জাগানিয়া ভুলগুলোও তো মেনে নেয়া যায় না। ২০০৬ শিক্ষাবর্ষের বইয়ে যে ভুলগুলো ছিল তার আংশিক এবার পরিবর্তন করা হলেও এই মুদ্রণে একটু সতর্ক হলেই বাকি ভুলটুকু একই সঙ্গে সংশোধন করা যেতো বলে আমার বিশ্বাস। যাক কারো প্রতি অভিযোগের আঙুল না তুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সমীপে ভুলগুলো দেখিয়ে দেয়ার জন্য প্রিন্ট মিডিয়াকেই আমি নিরাপদ ও নিশ্চিত মাধ্যম হিসেবে ধরে নিয়েছি।

এবার তাহলে দেখা যাক কোন অঙ্ক এবং কোন অঙ্কের উত্তরমালায় ২০০৭-এর পুনর্মুদ্রণেও ভুল রয়ে গেছে। উত্তরমালার ভুল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, প্রথমত, শিক্ষার্থীরা এর জন্য ভোগান্তির শিকার হয়। দ্বিতীয়ত, আমি যদি প্রদত্ত ভুল উত্তরের পক্ষে অবস্থান নিই তাহলেও প্রশ্নের (সংশ্লিষ্ট অঙ্কের) সংখ্যাগত পরিবর্তনের আংশিক বা পুরোপুরি মাধ্যমে নতুন অঙ্ক তৈরি করে নিতে পারি বা তৈরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের খুব বেশি দোষ দেয়া সমীচীন হবে কি? পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ৭-এর ১০ নম্বর অঙ্কে লেখা হয়েছে- একটি আয়তাকার হলঘরের দৈর্ঘ্য ১২.২৫ মিটার এবং প্রস্থ ৭.৭০ মিটার। প্রশ্নের দাবি অনুযায়ী অঙ্কটি গসাগু করে রেজাল্ট পাওয়া যাবে ৩৫ বর্গসেন্টিমিটার, যা কখনোই বর্গাকার হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আয়তাকার হলঘরের প্রস্থ যদি ৭.৭০ মিটারের স্থলে ৭.৭৫ মিটার হয় তবেই পাওয়া যাবে উত্তরমালার সঙ্গে মিলে যাওয়া উত্তর ২৫ বর্গসেন্টিমিটার। একই অনুশীলনীর ৭ নম্বর অঙ্কেরও উত্তরমালায় ভুল দেয়া আছে। সঠিক উত্তর হবে প্রথম ড্রামে ১৯ কলস অথচ লেখা আছে ২৪ কলস। ৬ নম্বর অঙ্কেরও উত্তরমালায় রয়েছে ভুল। ৩টি লিচুর পরিবর্তে সঠিক উত্তর হবে ৫টি লিচু। আগেই উল্লেখ করেছি— এই ভুলগুলোর সঙ্গে আরো কিছু ভুল ছিল। কিন্তু ঐ ভুলগুলো ২০০৭-এর পুনর্মুদ্রণে সংশোধন করা হলেও কেন উল্লিখিত ভুলগুলো সংশোধন করা হলো না তা বোধগম্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, অনুশীলনী ৪-এর ১৭ নম্বর অঙ্কে ২০০৬ সালের বইয়ে ২৫ দিনের জায়গায় ২৪ দিন এবং উত্তরমালায় ৩৬ জনের জায়গায় ৩৭.৫ দিন ছিল।

আমরা শিক্ষক সমাজ মনে করি, বইকে মুদ্রণের সময় তো বটেই বিশেষ করে পুনর্মুদ্রণের সময়ও বইয়ের প্রুফ খুব ভালো করে দেখা উচিত। যে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করার এখতিয়ার কিন্তু একমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই। আশা করি, আগামী সংস্করণে ত্রুটিগুলো সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ অহেতুক অস্বস্তি থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি দূর করবেন।

যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস,
প্রধানশিক্ষক,
কুলিকুণ্ডা (উঃ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।